এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

নভেম্বর ২০১২

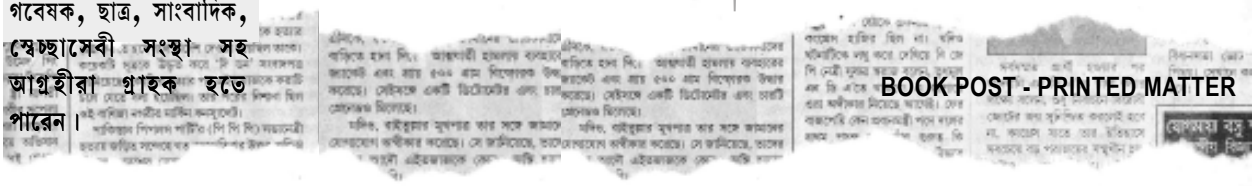

BOOK POST - PRINTED MATTER

মানে ? ?

১৮/৮৬

লাইফবয় ও ডেটল সাবান ঘিরে প্রশ্ন। প্রশ্ন, এই দুই সাবানে থাকা ট্রিক্লোসান রাসায়নিক ঘিরে। ট্রিক্লোসান সাবানে দেওয়া হয় জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করার জন্য। কিন্তু এই ট্রিক্লোসান নাকি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর-ট্রিক্লোসান পেশি সংকোচনের শক্তি কমিয়ে দেয়। এমন বলছে আমেরিকার ক্যার্লিফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। গবেষকরা এই নিয়ে ছুঁচো ও মাছের ওপর পরীক্ষা করেছেন। কানাডার ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরাও একই কথা বলছেন। ওদিকে লাইফবয় কোম্পানি ইউনিলিভর বলছে, তারা ট্রিক্লোসান দেয় আন্তর্জাতিক মাত্রা অনুযায়ী, তারা খালি সীমিত উৎপাদনেই ট্রিক্লোসান দেয় ইত্যাদি।

JAWS 3

১৮/৮৭

রিইউনিয়ন আইল্যান্ডের এক শহরের মেয়র ভূখণ্ডবাসীদের হাঙর মারতে বলছেন। বলেছেন, যে কোনোভাবে—যে কোনো সময়ে হাঙর মারতে। কারণ হাঙর মানুষের উপর হানা দিচ্ছে। ২০০০ থেকে ২০১০-এ এই ভূখণ্ডে হাঙর হানা ৯ বার। রিইউনিয়ন আইল্যান্ড ফরাসি শাসিত। ফরাসি সরকারের নির্দেশে এই ফরমান প্রত্যাহৃত হয়েছে। কারণ ফরাসি আইন মোতাবেক, সমুদ্রের সংরক্ষিত এলাকায় কোনোভাবেই মাছধরা বা শিকার করা চলবে না।

হাতি মেরে সাথি

১৮/৮৮

বিদেশী শিকারির হাতে ক্যামেরুনের ৩০০-র বেশি হাতি হত্যা হয়েছে। হয়েছে ক্যামেরুনের ব্যবা এন ডিজিডা ন্যাশনাল পার্কে। হয়েছে এই বছরের জানুয়ারি -মার্চে। গণমাধ্যম মারফত বিশ্বজুড়ে এই খবর ছড়িয়েছে। ফলে ক্যামেরুন সরকার বনরক্ষার পরিকাঠামো বদলাচ্ছে। ৬০জন বনরক্ষী নিযুক্ত হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে ২ হাজার ৫০০ বনরক্ষা আধিকারিক নিযুক্ত হবে।

ট্রেজার আইল্যান্ড

১৮/৮৯

ওয়ালাসি দ্বীপের প্রকৃতিকে ফোরানো হচ্ছে। ওয়ালাসি দ্বীপ ইংল্যান্ডের এসেক্সে। এই দ্বীপের জৈব বৈচিত্র ফেরানো হচ্ছে। ফোরানো হচ্ছে নোনাজলের হ্রদগুলোকে। ফেরানো হচ্ছে উপকূলকে। যা কিনা এখানে ৪০০ বছর আগে ছিল। এইসব করা হচ্ছে বড়সড় চাষজমিকে নিয়ে। এই জমিতে এখন আগের মতো নানা প্রজাতির পাখি ফিরবে, গাছপালা হবে, এমনই আশা। এই উদ্যোগটিই ইংল্যান্ডের এখন অব্দি এই কাজের সবচেয়ে বড় উদ্যোগ।

অতুল সী !

১৮/৯০

ফ্লুরাইড দূষণ রুখতে তুলসী। এমন দাবি মহারাষ্ট্র সর্দার প্যাটেল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাহুল কামব্লের। কমবেশি পঁচিশটি

দেশে এখন ফ্লুরাইড দূষণ। তার ভেতর ভারতেই আক্রান্ত আড়াইশো কোটি মানুষ। ভারতেই, ৬ কোটি এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি। কামল্লে বলেছেন, একমুঠো তুলসী কুড়ি লিটার ফ্লুরাইড-দূষিত জল শোধন করতে পারে। তার জন্য তুলসীপাতার পরিমাণকে জলে ফোটাতে হবে, বা জলের ভেতর ভালো করে ঝাঁকিয়ে নিয়ে জলে মেশাতে হবে। লাগবে ২০ মিনিট আর ফ্লুরাইড মুক্তির সম্ভাবনা ৯৫ শতাংশ। এই শোধন তুলসীর ডাঁটা বা শুকনো পাতাতেও হবে। তবে সেক্ষেত্রে দূষণমুক্তির হার ৭৪ থেকে ৭৮ শতাংশ।

সবই মায়া

১৮/৯১

মায়া সভ্যতা ধ্বংসের পেছনে দীর্ঘস্থায়ী খরা। এমন অনুমান। মায়া সভ্যতায় নিকেশ হয়েছিল ব্যাপক বৃষ্টিবন। এই নিকেশ নাকি চাষজমির জন্য। এর ফলে নাকি পরে ওই সভ্যতার ৬০ শতাংশ জমি চাষের অযোগ্য হয়ে যায়।

বাঙালী কীটনাশক ?

১৮/৯২

বাংলায় রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার নিয়ে গবেষণা। গবেষণা হল পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-এর অর্থানুকূল্যে। এর জন্য বাছা হয়েছিল ৯৪ কীটনাশক। যার ৬৫টি কীটনাশক, ২৬টি ছত্রাকনাশক আর তিনটি আগাছানাশক। গবেষণা সময়কাল ২০০৯-২০১১। ২০০৯-এর হিসেব ধরে দেখা যাচ্ছে বাংলায় এই কীটনাশকের মাত্রা দেশীয় গড়ের অনেক উপরে। দেশীয় গড় যেখানে হেক্টর প্রতি ৫০০ গ্রাম, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে এর ব্যবহার হেক্টর প্রতি ৯৮২.৩৮ থেকে ২৪১৪.২৮ গ্রাম। কীটনাশকের ভেতর বেশ কয়েকটি নিষিদ্ধ কীটনাশকসহ এন্ডোসালফানও আছে।

দেখা গেছে দক্ষিণবঙ্গে ও পশ্চিম মেদিনীপুরে যে হারে কীটনাশক, পুরুলিয়ায় সেখানে কীটনাশকের ব্যবহার প্রায় নেই। দেখা গেছে, খরিফের চাইতে বোরোতে কীটনাশকের ব্যবহার বেশি। দেখা গেছে, অনেকক্ষেত্রেই এই কীটনাশকের ভুল ব্যবহার বা বেশি ব্যবহার হয়েছে। পাখি ও মাছ কমারও লক্ষণ মিলেছে। আর চাষির এই কীটনাশক ব্যবহারের নেপথ্যে নাকি আছে স্থানীয় সার-তেল বিক্রেতা।

কীয়োটো ?

১৮/৯৩

কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ শেষ এবছর। এবার নতুন চুক্তি আসবে। এই নিয়ে ব্যাংককে সভা। সভায় মতবিরোধ তুঙ্গে। মতবিরোধ, জলবায়ু বদলের প্রতিকারে কোন্ দেশ কতটা দায় নেবে তাই নিয়ে। মতবিরোধ উন্নত ও উন্নতিশীল দেশের ভেতর। উন্নতিশীল দেশের অভিযোগ, সামর্থের বাইরে হলেও তাদের অনেক বেশি দায় পোহাতে হচ্ছে। সভা হয়েছে দেশগুলোর আধিকারিক স্তরে। নভেম্বরে হবে কাতারের দোহায় মন্ত্রীপর্যায়ে।

লাঙল নিয়ে

১৮/৯৪

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি সংকট নিয়ে রাজ্য পর্যায়ে আলোচনা। আলোচনা, কলকাতার একাডেমি অভ্ ফাইন আর্টসে। আলোচনার উদ্দেশ্য, এই সংকট মোকাবিলার কার্যক্রম তৈরি। আলোচক ছিলেন, দেবিন্দর শর্মা, রতন খাসনবীশ, রথীন্দ্রনারায়ণ বসু ও অর্ধেন্দুশেখর চ্যাটার্জী। কর্পোরেট কৃষি, কৃষিতে নয়া উদারনীতি, রাজ্য কৃষি কমিশনের সুপারিশ ও কৃষির বিকল্প পথ নিয়ে আলোচনা হয়। শোনা হয় আত্মঘাতী কৃষক- পরিজনের অভিজ্ঞতা। দেখানো হয় কৃষক আত্মহত্যা নিয়ে তথ্যচিত্র। তৈরি হয় ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের প্রাথমিক খসড়া। আলোচনা হয়েছে এমাসের ১৯ তারিখে। আয়োজক ডিআরসিএসসি ও অ্যাকশন এড।

সসসসস...!! উন্নয়ন

১৮/৯৫

সিঙ্গরৌলিতে পারদ মানুষ খাচ্ছে। সিঙ্গরৌলি মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ জুড়ে। সিঙ্গরৌলি দেশের শক্তি রাজধানী। সিঙ্গরৌলিতে বিশাল জায়গা জুড়ে কয়লাখনি আর আছে বহু তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। বিদ্যুৎকেন্দ্রের পোড়া কয়লা থেকেই পারদ গড়াচ্ছে। এই পারদে অ্যানিমিয়া হচ্ছে, উচ্চ রক্তচাপ বাড়ছে, বন্ধ্যাত্ব বাড়ছে, বাড়ছে মৃত সন্তান প্রসব ও চামড়ার রং বদলে যাওয়া ইত্যাদি। সঙ্গে বিষিয়ে যাচ্ছে খাবার ও জল। এইসব বেশি ঘটছে চিলকা দাদ গ্রামে, অন্য গ্রামেও ঘটছে। কোনো কোনো এলাকায় কয়লায় পারদের মাত্রা ০.০৯-০.৪৮৭ পিপিএম আবার কোথাও বা পরিমাণ ০.১৫। দেখা গেছে ১০০০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ৫০০ কিলোগ্রাম মতো পারদ বেরোতে পারে। এইসব সমীক্ষা করেছে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও দিল্লির সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট। গ্রামবাসীরা ২০০৮ থেকে জেলাশাসককে অবস্থার কথা জানিয়ে আসছে। কোনো সুরাহা হয়নি।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

এবার ?

১৮/৯৬

জিএম তুলো, সয়াবিন ও ভুট্টার খেতে আগাছানাশক দিলে আগাছা মরছে না। আগাছা আস্তে আস্তে আগাছা-সহনশীল হয়ে উঠছে । ফলে আগাছা মারতে জমিতে অনেক বেশি রাসায়নিক দিতে হচ্ছে। সাম্প্রতিক এক নিরীক্ষা এসব বলছে। নিরীক্ষাটি বেরিয়েছে এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স ইউরোপ পত্রে।

জল মেশানো সাইট

১৮/৯৭

জল নিয়ে ওয়েবসাইট বানিয়েছে আমেরিকার প্যাসিফিক ইনস্টিটিউট। ওয়েবসাইটে জল নিয়ে সাম্প্রতিক তথ্য আছে, জল নিয়ে উল্লেখ্য ঘটনার বিশ্লেষণ আছে, জল নিয়ে আন্তর্জাতিক আইনকানুন ও বিবিধ উদ্যোগের হদিস আছে, আর সঙ্গে আছে ৩০০০ খৃস্ট পূর্বাব্দ থেকে জল নিয়ে বিশ্বব্যাপী নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কথা।

খাপ-পা ! !

১৮/৯৮

হরিয়ানায় ধান চাষ করলে জমিতে জলবদ্ধতা ও নুন বাড়ছে। বেড়েছে হরিয়ানায় নয় জেলায়। জেলাগুলি রোটক, ঝঝ্ঝর, সোনপাট, ভিয়ানি, হিসার, জিন্দ, শিরসা, ফতেবাদ ও মেয়াট। নয় জেলার একটিতে ধান চাষ নিষিদ্ধ হয়েছে। জেলার নাম ঝঝ্ঝর। নিষিদ্ধ করেছে খাপ পঞ্চায়েত। জমি পুনরুদ্ধারে হরিয়ানা ও কেন্দ্রীয় সরকার বহু টাকা ব্যয় করেছে। তবে ফল ফলেছে সামান্যই।

অপাঠ্য !

১৮/৯৯

মধ্যপ্রদেশের ছুটকায় উচ্ছেদ হবে। মধ্যপ্রদেশ সরকার ওখানে পরমাণু চুল্লি বানাবে। চুল্লির শক্তি ১৪০০ মেগাওয়াট। ফলে ৪০টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মানুষ বাস্তুহারা হবে, পরিবেশের দূষণ হবে। গ্রামবাসীরা এই নিয়ে সমিতি গড়েছে। সমিতির নাম ছুটকা পরমাণু সঙ্ঘর্ষ সমিতি। সমিতি জেলাশাসকও রাজ্যপালের কাছে ধর্না দিয়েছে, ফল হয়নি। মামলা-সঙ্ঘর্ষ-খুন - আত্মহত্যা চলছে। কিন্তু সরকারের টনক নড়ছে না, সরকার চুল্লি বসাবেই।

তুষের আগুন

১৮/১০০

বিহার তুষে বিদ্যুৎ। এইসব ঘটছে বিহারের মজফরপুর জেলার সাহেবগঞ্জ গ্রামে। সাহেবগঞ্জে সরকারি বিদ্যুৎ নেই। আগে সাহেবগঞ্জে কেরোসিন জেনারেটরে বিদ্যুৎ পেতে মাসে লাগত ২৫০ টাকা। এখন লাগে এখন দিনে ৬ ঘণ্টা জ্বালানোর একটি ১৫ ওয়াট বাতির জন্য মাসে লাগে ৫০ টাকা। সাহেবগঞ্জে হাস্ক পাওয়ার সিস্টেম নামের এক কোম্পানি এই কাজ করছে।

চোখের খিদে

১৮/১০১

খাদ্য নিয়ে মানচিত্রের সাইট। সাইটটা হল WWW.kickstarter,com/projects/127617735/food-an-atlas-o । সাইটে এখন অব্দি মানচিত্রের সংখ্যা ৬০। সাইটে আবিশ্ব চাষজমি রূপরেখা, উৎপাদন, বণ্টন -ব্যবস্থা, খাদ্য নিরাপত্তা ও রান্না নিয়ে নানা মানচিত্র আছে। মানচিত্র রাখা আছে ছোটদের জন্যও। সাইটটা বানাচ্ছে গরিলা কার্টোগ্রাফি কমিউনিটি নামের এক বিশ্ব-সমন্বয়। যুক্ত আছেন দুনিয়ার নানা প্রান্তের খাদ্য -ব্যবস্থা নিয়ে উৎসাহীজন, যুক্ত আছেন দুনিয়ার নানা প্রান্তের নানা মানচিত্রবিদ। আয়োজনের উদ্যোগী, ক্যার্লিফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বার্কলির মানচিত্রবিদ্যার অধ্যাপক ড্যারিন জনসন।

সত্য সেলুকাস !

১৮/১০২

কর্ণাটকে এন্ডোসালফান আক্রান্ত অবহেলা পাচ্ছে। কর্ণাটকে এন্ডোসালফান হানা বেশি পুত্তুর ডিভিসনে। হানা বেশি পুত্তুরের ৪ তালুকের ৯২টি গ্রামে। এন্ডোসালফান লেগেছে কাজুচাষে। কাজু খেত থেকে এন্ডোসালফান ছড়িয়েছে। গ্রামগুলোয় চামড়ার রোগ হচ্ছে। জড়বুদ্ধি, মস্তিস্কে পক্ষাঘাত, সন্তানহীনতা, গর্ভধারণ সমস্যা, ক্যানসার, হৃদযন্ত্রে গোলযোগ ইত্যাদি হচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, এসবের কারণ এন্ডোসালফান। এই নিয়ে লড়ছে এন্ডোসালফান হোরাত্তা সমিতি নামর প্রতিবাদী সংহতি। সরকার আক্রান্ত এলাকার সমীক্ষা করেছে। সমিতি বলছে সমীক্ষা দায়সারা—সমীক্ষায় আক্রান্তরা বঞ্চিত।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

তুলা দণ্ড !

১৮/১০৩

জি এম তুলো বীজ থেকে দেশে তেল হচ্ছে। গত ১০ বছরে এর উৎপাদন কয়েক লাখ টন। এই তেলে রান্না হচ্ছে, এই তেল বেকারিতে যাচ্ছে, এই তেলে পোট্যাটো চিপস হচ্ছে, মার্জারিন হচ্ছে, মেয়োনিজ হচ্ছে, এই তেল কেকের উপরে দেওয়া হচ্ছে। জি এম-এর কোনো লেবেল নেই। এই তেল বোঝার আলাদা উপায় নেই।

গুজরাটে বাদাম তেলে রান্না হত। বাদাম তেলের দাম বাড়লে স্বাস্থ্য সচেতন গুজরাটি সূর্যমুখী তেলে, আর অন্যরা সস্তা তুলোবীজের তেলে ফিরেছে। তেল তৈরির পর পড়ে থাকা বীজের অংশ প্রাণীখাদ্য হচ্ছে। গরু-ছাগলের ভেতর দিয়ে তা মানবশরীরে আসছে। সংসদীয় বিশেষ কমিটি ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটির কাছে জানতে চেয়েছে এই তেল ব্যবসার উৎপাদন-বিক্রির ছাড়পত্র নিয়ে। জানতে চেয়েছে এই নিয়ে অথরিটির পদক্ষেপ নিয়ে। অথরিটি এমন কোনো আবেদন আসেনি বলে জানিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এই দায় জিএইসি-র উপর চাপিয়ে দিয়েছে। নেই নেই করেও বিটি তুলো এখন আমাদের খাদ্য শৃঙ্খলে। আর এদিকে বিটি তুলোর তেল নিয়ে নজরদারিতে চরম উদাসীনতা।

৪ খাবো না জল খাবো ? ?

১৮/১০৪

কেরলের ভেলায়নি হ্রদ আক্রান্ত। হ্রদটি তিরুবনন্তপুরমের কাছে। ভেলায়নি হ্রদের জল কমছে। ভেলায়নি হ্রদের চারপাশে চাষ শুরু হয়েছে। হ্রদের চারপাশে চাষের জমি বাড়ছে। ১৯২৬-এ হ্রদ ৭৫০ হেক্টর ছিল, ২০০৫-এ সেই এলাকা ৩৯৭.৫ হেক্টর হয়েছে। অথচ এই হ্রদ মিষ্টিজলের হ্রদ, কলিয়ুর-ভেঙ্গানুর-ভিজিনজাম গ্রাম পঞ্চায়েতে পানীয় জল দেয়। অথচ এই হ্রদে ১০০ প্রজাতির পাখির বাস। হ্রদের অবস্থা নিয়ে সমীক্ষা করেছে সরকারি পরিবেশ উপসমিতি, কৃষি কলেজ ও কেরালা মানবাধিকার কমিশন। সকলেই বলেছে হ্রদের জমিতে চাষ না করতে, হ্রদ বাঁচাতে। হ্রদ বাঁচানোর কাজ শুরু হয়েছে। বাঁচানোর কাজ হচ্ছে অংশভাগী উদ্যোগে।

ন তু ন | ব ই

■■

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

■■

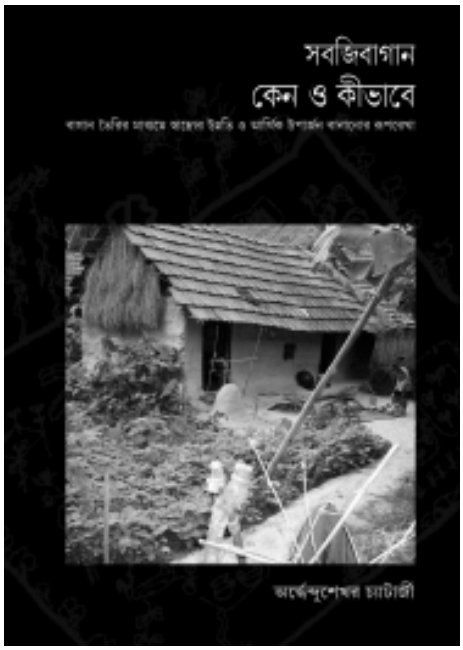

১/১৬ ডিমাই সাইজে হোয়াইটপ্রিন্ট কাগজে ছাপা। পাতা সংখ্যা, ৪৫ পাতা, দাম ১৫ টাকা।

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ** | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু